

মার্চেন্ট প্যানেল:

1. মার্চেন্ট রেজিস্ট্রেশন করবে অথবা লগইন করে প্রবেশ করবে। রেজিস্ট্রেশন করার পর ইমেইলে ভেরিফিকেশন কোড যাবে।
2. নতুন অ্যাকাউন্ট কাজ শুরু করার পূর্বে তাকে অবশ্যই শপ নেম, এরিয়া এসব সিলেক্ট করতে হবে।
3. প্রিপেয়ার শিপমেন্টের মাধ্যমে একটি একটি করে অথবা সিএসবি আকারে অনেকগুলো পার্সেল শিপমেন্ট করতে পারবে।
4. শিপমেন্টে কাস্টমার ইনফর্মেশন, এবং সে কোন এরিয়া সিলেক্ট করে দিবে। যেই ফোন নাম্বার দিবে সেখানে এসএমএস পাঠিয়ে পার্সেল ইনফরমেশন জানিয়ে দেওয়া হবে।
5. শিপমেন্ট weight যা দিবে সেই অনুযায়ী প্রাইস হবে। যদি পার্সেল বেলু দেয়া থাকে তাহলে টাকা কাস্টমার এর কাছ থেকে নেবে যদি না দেওয়া থাকে কাস্টমার অলরেডি এটার জন্য টাকা দিয়ে দিয়েছে মার্চেন্টকে।

এডমিন প্যানেল:

1. এরিয়া ম্যানেজে প্রথমে তাকে ডিস্ট্রিবিউশন জোন দিতে হবে। যেসব জোন নিয়ে তারা কাজ করবে।
2. যে জোন একটিভ করে দিবে সে জোনের নামে একটি অপশন তৈরি হবে লজিস্টিকে, সেই জোনের অধীনে যে এরিয়া রয়েছে সেই এরিয়াতে যত পার্সেল আসবে তো ওই জোনে গিয়ে জমা হবে। এটার কারণ হচ্ছে যদি কোনো পার্সেল তারা থার্ড পার্টি কে দিয়ে ডেলিভারি করায়।
3. জোনের অধীনে তারা হাব দিবে এবং হাবের অধীনে তারা এরিয়া ইনপুট করে দিবে।
4. এখানে একজন সুপার এডমিন থাকবে এবং সে অনেকগুলো এমপ্লয়ী অ্যাড করতে পারবে। এমপ্লয়ী অ্যাড করার সময় তাকে মাল্টিপল হাব সিলেক্ট করে দেবে। এমপ্লয়ী যেই হাবের অধীনে হবে সে শুধু সেই হাবের এক্সেস পাবে।
5. মিরপুর এরিয়াতে কোন মার্চেন্ট লগইন করে শিপমেন্ট দিলে টাকা হাবের এমপ্লয়ি সেই শিপমেন্ট দেখতে পারবে। শিপমেন্ট যদি নারায়ণগঞ্জে কোনো কাস্টমারের কাছে পাঠানো হয়। টাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ পাঠানোর পর তখন নারায়ণগঞ্জ হাবের এমপ্লয়ি সেই শিপমেন্টের নিয়ে কাজ করবে।
6. জোন এবং ওজন অনুযায়ী শিপিং প্রাইস সেট করে দেবে। তারা চাইলে cod দিতে পারে। যদি সেটা দেয় তাহলে শিপমেন্ট করার সময় যে পার্সেল ভ্যালু দেবে সেখান থেকে একটা পার্সেন্টেজ টোটাল এমাউন্ট এর সাথে যোগ করা হবে।
7. পিকআপ অপশনে মার্চেন্ট এর নাম থাকবে এবং যতগুলো শিপমেন্ট মার্চেন্ট করবে তা সেখানে জমা হতে থাকবে।

8. পিকআপ থেকে পার্সেল গুলো রাইডারকে সিলেক্ট করে দিলে, দা রাইডার প্যানেলে গিয়ে জমা হবে। তখন মার্শেল গুলো আর পিকআপে থাকবে না।
9. রাইডার তার প্যানেলে লগইন করার পর, পিকআপ অপশনে সেই পার্সেল গুলো পাবে, তা মার্চেন্ট থেকে রিসিভ করে রিসিভ বাটনে ক্লিক করলে রিসিভ হয়ে যাবে।
10. পার্সেল গুলো এসে লজিস্টিকে রিসিভ অপশনে জমা হবে। সেখানে কাস্টমার এর জন্য যেই এরিয়া সিলেক্ট করে দেওয়া হয়েছে তা সেই হাবের, সেই হাব অনুযায়ী পার্সেল গুলো সর্টিং হবে।
11. সেন্ড টু সর্টিং দেওয়ার পর পার্সেল গুলো ডিসপ্যাচ অপশনে গিয়ে জমা হবে। ডিসপ্যাচ অপশনে পার্সেল গুলো বাল্ক আকারে জমা হবে। সেগুলো বাম পাশ থেকে ডান পাশে মুভ করে সেন্ড টু সর্টিং দিলে তা ডিসপ্যাচ থেকে চলে যাবে।
12. ডিসপ্যাচ মানে পার্সেল গুলো যেই হাবের কাস্টমার এর কাছে যাবে সেই হাবে পার্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই হাবের এডমিন রিসিভ অপশনে রিসিভ হাভ বাটনে ক্লিক করলে, সেই পার্সেল গুলো পেয়ে যাবে।
13. সেখানে আবার সেন্ড টু সর্টিং দেওয়ার পর তা এজেন্ট ডিসপ্যাচ অপশনে গিয়ে জমা হবে। সেখানে বাম পাশ থেকে ডান পাশে নিয়ে যেই রাইডার কে সিলেক্ট করে দিবে, সেই পার্সেল গুলো সেই রাইডার প্যানেলে গিয়ে জমা হবে। রাইডার তখন পার্সেল গুলোকে ডেলিভারি, হোল্ড, রিটার্ন, পার্শিয়াল রিটার্ন করে দিতে পারবে।
14. ডেলিভারি লজিস্টিকে হোল্ড পার্সেল অপশনে যেই পার্সেল গুলো থাকবে তা আবার চাইলে রাইডারকে এসাইন করে দিতে পারবে।
15. রিটার্ন পার্সলে যেই পার্সেল গুলো জমা হবে তা আবার যে মার্চেন্টের পার্সেল ছিল সে যেই হাবের তার নিকট পার্টিয়ে দেওয়া হবে। ডিসপ্যাচ অপশনের মাধ্যমে হাভে পাঠানো। তারপর মার্চেন্ট হ্যান্ডওভার।